সিন্ধু-হিন্দোল

BanglarBlog

আলোর মতো জ্বলে ওঠো। উষার মতো ফোটো !
তিমির চিরে জ্যোতির মতো প্রকাশ হয়ে ওঠো।

তামাকুমণ্ডি
চট্টগ্রাম ৩০-৭-২৬

www.banglarblog.com

উৎসর্গ

—আমার এই লেখাগুলি
বাহার ও নাহারকে দিলাম।—

কে তোমাদের ভালো?
'বাহার' আনো গুল্‌শানে গুল, 'নাহার' আনো আলো।
'বাহার' এলে মাটির রসে ভিজিয়ে সবুজ প্রাণ,
'নাহার' এলে রাত্রি চিরে জ্যোতির অভিযান।

তোমরা দু'টি ফুলের দুলাল, আলোর দুলালী,
একটি বোঁটায় ফুটলি এসে,—নয়ন ভুলালি!
নামে নাগাল পাইনে তোদের নাগাল পেল বাণী,
তোদের মাঝে আকাশ ধরা করছে কানাকানি!

তামাকুমণ্ডি
চট্টগ্রাম ৩১-৭-২৬

নজরুল ইসলাম

বাহার—বসন্ত। গুল্‌শান—ফুলবাগান। নাহার—দিন।

সিন্ধু

প্রথম তরঙ্গ

হে সিন্ধু, হে বন্ধু মোর, হে চির-বিরহী !
হে অতৃপ্ত ! রহি রহি
কোন বেদনায়
উদ্বেলিয়া ওঠো তুমি কানায় কানায় ?
কি কথা শুনাতে চাও, কারে কি কহিবে বন্ধু তুমি ?
প্রতীক্ষায় চেয়ে আছে উর্দ্ধে নীলা নিম্নে বেলা-ভূমি !
কথা কও, হে দুরন্ত, বলো
তব বুকে কেন এত ঢেউ জাগে, এত কলকল ?
কিসের এ অশান্ত গর্জ্জন ?
দিবা নাই রাত্রি নাই, অনন্ত ক্রন্দন
থামিল না, বন্ধু, তব !
কোথা তব ব্যথা বাজে ! মোরে কও, কারে নাহি ক'ব !
কারে তুমি হারালে কখন ?
কোন মায়া-মণিকার হেরিছ স্বপন ?
কে সে বালা ? কোথা তার ঘর ?
কবে দেখেছিলে তারে ? কেন হলো পর
যারে এত বাসিয়াছ ভালো !
কেন সে আসিল, এসে কেন সে লুকালো ?
অভিমান করেছে সে ?
মানিনী ঝেঁপেছে মুখ নিশীথিনী-কেশে ?
ঘুমায়েছে একাকিনী জোছনা-বিছানে ?
চাঁদের চাঁদিনী বুঝি তাই এত টানে
তোমার সাগর-প্রাণ, জাগায় জোয়ার ?
কী রহস্য আছে চাঁদে লুকানো তোমার ?
বলো, বন্ধু বলো,
ও কি গান ? ও কি কাঁদা ? ঐ মত্ত জল-ছলছল—

ও কি হুহুঙ্কার?
ঐ চাঁদ ঐ সে কি প্রেয়সী তোমার?
টানিয়া সে মেঘের আড়াল
সুদূরিকা সুদূরেই থাকে চিরকাল?
চাঁদের কলঙ্ক ঐ, ও কি তব ক্ষুধাতুর চুম্বনের দাগ?
দূরে থাকে কলঙ্কিনী, ও কি রাগ? ও কি অনুরাগ?
জানো না কি, তাই
তরঙ্গে আছাড়ি মরো আক্রোশে বৃথাই?...
মনে লাগে তুমি যেন অনন্ত পুরুষ
আপনার স্বপ্নে ছিলে আপনি বেহুঁশ!
অশান্ত! প্রশান্ত ছিলে।
এ–নিখিলে
জানিতে না আপনারে ছাড়া।
তরঙ্গ ছিল না বুকে, তখনো দোলানি এসে দেয়নিকো নাড়া।
বিপুল আরশি সম ছিলে স্বচ্ছ, ছিলে স্থির,
তব মুখে মুখ রেখে ঘুমাইত তীর।—
তপস্বী! ধেয়ানী!
তারপর চাঁদ এলো—কবে, নাহি জানি
তুমি যেন উঠিলে শিহরি।
হে মৌনী, কহিলে কথা—'মরি মরি,
সুন্দর সুন্দর!'
'সুন্দর সুন্দর' গাহি জাগিয়া উঠিল চরাচর!
সেই সে আদিম শব্দ, সেই আদি কথা,
সেই বুঝি নির্জনের সৃজনের ব্যথা।
সেই বুঝি বুঝিলে রাজন্
একা সে সুন্দর হয় হইলে দু'জন!...
কোথা সে উঠিল চাঁদ হৃদয়ে না নভে
সে–কথা জানে না কেউ জানিবে না, চিরকাল নাহি–জানা রবে।
এতদিনে ভার হলো আপনারে নিয়া একা থাকা,
কেন যেন মনে হয়—ফাঁকা সব ফাঁকা!
কে যেন চাহিছে মোরে, কে যেন কী নাই,
যারে পাই তারে যেন আরো পেতে চাই!...

www.banglarblog.com

জাগিল আনন্দ-ব্যথা জাগিল জোয়ার,
লাগিল তরঙ্গে দোলা, ভাঙিল দুয়ার,
মাতিয়া উঠিলে তুমি !
কাঁপিয়া উঠিল কেঁদে নিদ্রাতুরা ভূমি !
বাতাসে উঠিল ব্যেপে তব হুতাশ্বাস,
জাগিল অনন্ত শূন্যে নীলিমা-উছ্বাস !
বিস্ময়ে বাহিরি এলো নব নব নক্ষত্রের দল,
রোমাঞ্চিত হলো ধরা,
বুক চিরে এলো তার তৃণ-ফুল-ফল।
এলো আলো, এলো বায়ু, এলো তেজ প্রাণ,
জানা ও অজানা ব্যেপে ওঠে সে কি অভিনব গান !
এ কি মাতামাতি ওগো এ কি উতরোল !
এত বুক ছিল হেথা, ছিল এত কোল !
শাখা ও শাখীতে যেন কত জানা-শোনা,
হাওয়া এসে দোলা দেয়, সেও যেন ছিল জানা
কত সে আপনা !
জলে জলে ঢলাঢলি চলমান বেগে,
ফুলে-ফুলে চুমোচুমি—চরাচরে বেলা ওঠে জেগে !
আনন্দ-বিহ্বল
সব আজ কথা কহে, গাহে গান, করে কোলাহল !

বন্ধু ওগো সিন্ধুরাজ ! স্বপ্নে চাঁদ-মুখ
হেরিয়া উঠিলে জাগি, ব্যথা করে উঠিল ও-বুক।
কী যেন সে ক্ষুধা জাগে, কী যেন সে পীড়া,
গলে যায় সারা হিয়া, ছিঁড়ে যায় যত স্নায়ু-শিরা !
নিয়া নেশা, নিয়া ব্যথা-সুখ
দুলিয়া উঠিলে সিন্ধু উৎসুক উন্মুখ !
কোন প্রিয়-বিরহের সুগভীর ছায়া
তোমাতে পড়িল যেন, নীল হলো তব স্বচ্ছ কায়া।

সিন্ধু, ওগো বন্ধু মোর !
গর্জিয়া উঠিলে ঘোর
আর্ত হুহুঙ্কারে !

বারে বারে
বাসনা-তরঙ্গে তব পড়ে ছায়া তব প্রেয়সীর,
ছায়া সে তরঙ্গে ভাঙে, হানে মায়া, ঊর্ধ্বে প্রিয়া স্থির !
ঘুচিল না অনন্ত আড়াল,
তুমি কাঁদো, আমি কাঁদি, কাঁদে সাথে কাল !
কাঁদে গ্রীষ্ম, কাঁদে বর্ষা, বসন্ত ও শীত,
নিশিদিন শুনি বন্ধু, ঐ এক ক্রন্দনের গীত !
নিখিল বিরহী কাঁদে সিন্ধু তব সাথে,
তুমি কাঁদো, আমি কাঁদি, কাঁদে প্রিয়া রাতে !
সেই অশ্রু—সেই লোনা জল
তব চক্ষে—হে বিরহী বন্ধু মোর—করে টলমল !

এক জ্বালা এক ব্যথা নিয়া
তুমি কাঁদো, আমি কাঁদি, কাঁদে মোর প্রিয়া !

চট্টগ্রাম
২৯-৭-২৬

সিন্ধু

দ্বিতীয় তরঙ্গ

হে সিন্ধু, হে বন্ধু মোর,
হে মোর বিদ্রোহী !
রহি রহি
কোন বেদনায়
তরঙ্গ-বিভঙ্গে মাতো উদ্দাম লীলায় !
হে উন্মত্ত, কেন এ নর্তন ?
নিষ্ফল আক্রোশে কেন করো আস্ফালন
বেলাভূমে পড়ো আছাড়িয়া !
সর্বগ্রাসী ! গ্রাসিতেছ মৃত্যু-ক্ষুধা নিয়া
ধরণীরে তিলে-তিলে !
হে অস্থির ! স্থির নাহি হতে দিলে
পৃথিবীরে ! ওগো নৃত্য-ভোলা,
ধরারে দোলায় শূন্যে তোমার হিন্দোলা !

হে চঞ্চল,
বারে বারে টানিতেছ দিগন্তিকা-বধূর অঞ্চল !
কৌতুকী গো ! তোমার এ কৌতুকের অন্ত যেন নাই !—
কী যেন বৃথাই
খুঁজিতেছ কূলে কূলে
কার যেন পদরেখা !—কে নিশীথে এসেছিল ভুলে
তব তীরে, গর্বিতা সে নারী,
যত বারি আছে চোখে তব
সব দিলে পদে তার ডারি,
সে শুধু হাসিল উপেক্ষায় !
তুমি গেলে করিতে চুম্বন, সে ফিরালো কঙ্কণের ঘায় !
—গেল চলে নারী !
সন্ধান করিয়া ফেরো, হে সন্ধানী, তারি
দিকে দিকে তরণীর দুরাশা লইয়া,
গর্জনে গর্জনে কাঁদো—'পিয়া, মোরি পিয়া !'

বলো বন্ধু, বুকে তব কেন এত বেগ, এত জ্বালা ?
কে দিল না প্রতিদান ? কে ছিঁড়িল মালা ?
কে সে গরবিনী বালা ? কার এত রূপ এত প্রাণ,
হে সাগর, করিল তোমার অপমান !
হে 'মজনুন', কোন সে 'লায়লি'র
প্রণয়ে উন্মাদ তুমি ?—বিরহ-অথির
করিয়াছ বিদ্রোহ ঘোষণা, সিন্ধুরাজ,
কোন রাজকুমারীর লাগি ? কারে আজ
পরাজিত করি রণে, তব প্রিয়া রাজ-দুহিতারে
আনিবে হরণ করি ?—সারে সারে
দলে দলে চলে তব তরঙ্গের সেনা,
উষ্ণীষ তাদের শিরে শোভে শুভ্র ফেনা।
ঝটিকা তোমার সেনাপতি
আদেশ হানিয়া চলে ঊর্ধ্বে অগ্রগতি।
উড়ে চলে মেঘের বেলুন,
'মাইন' তোমার চোরা পর্বত নিপুণ !
হাঙ্গর কুম্ভীর তিমি চলে 'সাবমেরিন',
নৌ-সেনা চলিছে নিচে মীন !

www.banglarblog.com

সিন্ধু-ঘোটকেতে চড়ি চলিয়াছ বীর
উদ্দাম অস্থির !
কখন আনিবে জয় করি—কবে সে আসিবে তব প্রিয়া,
সেই আশা নিয়া
মুক্তা-বুকে মালা রচি নিচে
তোমার হেরেম-বাঁদি শত শুক্তি-বধূ অপেক্ষিছে।
প্রবাল গাঁথিছে রক্ত-হার—
হে সিন্ধু, হে বন্ধু মোর—তোমার প্রিয়ার !
বধূ তব দীপান্বিতা আসিবে কখন
রচিতেছে নব নব দ্বীপ তারি প্রমোদ-কানন।

বক্ষে তব চলে সিন্ধু-পোত
ওরা যেন তব পোষা কপোতী-কপোত !
নাচায়ে আদর করো পাখিরে তোমার
ঢেউ-এর দোলায়, ওগো কোমল দুর্বার !
উচ্ছ্বাসে তোমার জল উলসিয়া উঠে,
ও বুঝি চুম্বন তব তার চঞ্চুপুটে ?
আশা তব ওড়ে লুব্ধ সাগর-শকুন,
তটভূমি টেনে চলে তব আশা-তরিকার গুণ !
উড়ে যায় নাম-নাহি-জানা কত পাখি,
ও যেন স্বপন তব !—কী তুমি একাকী
ভাবো কভু আন্‌মনে যেন,
সহসা লুকাতে চাও আপনারে কেন !
ফিরে চলো ভাঁটি-টানে কোন্ অন্তরালে,
যেন তুমি বেঁচে যাও নিজেরে লুকালে !—
শ্রান্ত মাঝি গাহে গান ভাটিয়ালি সুরে,
ভেসে যেতে চায় প্রাণ দূরে—আরো দূরে
সীমাহীন নিরুদ্দেশ পথে,
মাঝি ভাসে, তুমি ভাসো, আমি ভাসি স্রোতে।

নিরুদ্দেশ ! শুনে কোন আড়ালীর ডাক
ভাটিয়ালি পথে চলো একাকী নির্বাক ?
অন্তরের তলা হতে শোনো কি আহ্বান ?
কোন্ অন্তরিকা কাঁদে অন্তরালে থাকি যেন,
চাহে তব প্রাণ !

বাহিরে না পেয়ে তারে ফেরো তুমি অন্তরের পানে
লজ্জায়—ব্যথায়—অপমানে !

তারপর, বিরাট পুরুষ ! বোঝো নিজ ভুল,
জোয়ারে উচ্ছ্বসি ওঠো, ভেঙে চলো কূল
দিকে দিকে প্লাবনের বাজায়ে বিষাণ,
বলো, 'প্রেম করে না দুর্বল ওরে করে মহীয়ান্।'

বারুণী-সাকিরে কহ, 'আনো সখি সুরার পেয়ালা !'
আনন্দে নাচিয়া ওঠো দুখের নেশায় বীর, ভোলো সব জ্বালা !
অন্তরের নিষ্পেষিত ব্যথার ক্রন্দন
ফেনা হয়ে ওঠে মুখে বিষের মতন,
হে শিব, পাগল !
তব কণ্ঠে ধরি রাখো সেই জ্বালা—সেই হলাহল !
হে বন্ধু, হে সখা,
এতদিনে দেখা হলো, মোরা দুই বন্ধু পলাতকা।

কত কথা আছে—কত গান আছে শোনাবার,
কত ব্যথা জানাবার আছে—সিন্ধু, বন্ধু গো আমার !

এসো বন্ধু, মুখোমুখি বসি !
অথবা টানিয়া লহ তরঙ্গের আলিঙ্গন দিয়া, দুহুঁ পশি
ঢেউ নাই যেথা—শুধু নিতল সুনীল !—
তিমিরে কহিয়া দাও—সে যেন খোলে না খিল
থাকে দ্বারে বসি।
সেইখানে ক'ব কথা। যেন রবি-শশী
নাহি পশে সেথা।
তুমি রবে আমি রবো—আর রবে ব্যথা !
সেথা শুধু ডুবে রবো কথা নাহি কহি—
যদি কই,—
নাই সেথা দু'টি কথা বই,
'আমিও বিরহী, বন্ধু, তুমিও বিরহী !'

চট্টগ্রাম
৩১-৭-২৬

www.banglarblog.com

সিন্ধু

তৃতীয় তরঙ্গ

হে ক্ষুধিত বন্ধু মোর, তৃষিত জলধি,
এত জল বুকে তব, তবু নাহি তৃষার অবধি!
এত নদী উপনদী তব পদে করে আত্মদান,
বুভুক্ষু! তবু কি তব ভরিল না প্রাণ?
দুরন্ত গো, মহাবাহু,
ওগো রাহু,
তিন ভাগ গ্রাসিয়াছ—এক ভাগ বাকি!
সুরা নাই—পাত্র-হাতে কাঁপিতেছে সাকি!

হে দুর্গম! খোলো খোলো খোলো দ্বার।
সারি সারি গিরি-দরী দাঁড়ায়ে দুয়ারে করে প্রতীক্ষা তোমার।
শস্য-শ্যামা বসুমতী ফুলে-ফলে ভরিয়া অঞ্জলি
করিছে বন্দনা তব, বলী!
তুমি আছ নিয়া নিজ দুরন্ত কল্লোল
আপনাতে আপনি বিভোল!
পশে না শ্রবণে তব ধরণীতে শত দুঃখ-গীত;
দেখিতেছ বর্তমান, দেখেছ অতীত,
দেখিবে সুদূর ভবিষ্যৎ—
মৃত্যুঞ্জয়ী দ্রষ্টা, ঋষি, উদাসীনবৎ!
ওঠে ভাঙে তব বুকে তরঙ্গের মতো
জন্ম-মৃত্যু দুঃখ-সুখ, ভূমানন্দে হেরিছ সতত!

হে পবিত্র! আজিও সুন্দর ধরা, আজিও অম্লান
সদ্য-ফোটা পুষ্প-সম তোমাতে করিয়া নিতি স্নান!
জগতের যত পাপ গ্লানি
হে দরদী, নিঃশেষে মুছিয়া লয় তব স্নেহ-পাণি!
ধরা তব আদরিণী মেয়ে
তাহারে দেখিতে তুমি আসো মেঘ বেয়ে!

হেসে ওঠে তৃণে-শস্যে দুলালি তোমার,
কালো চোখ বেয়ে ঝরে হিম-কণা আনন্দাশ্রু-ভার !
জলধারা হয়ে নামো, দাও কত রঙিন যৌতুক,
ভাঙো গড়ো দোলা দাও,—
কন্যারে লইয়া তব অনন্ত কৌতুক !

হে বিরাট, নাহি তব ক্ষয়
নিত্য নব নব দানে ক্ষয়েরে করেছ তুমি জয় !
হে সুন্দর ! জল-বাহু দিয়া
ধরণীর কটিতট আছো আঁকড়িয়া
ইন্দ্রনীলকান্তমণি মেখলার সম,
মেদিনীর নিতম্ব-দোলার সাথে দোলো অনুপম !

বন্ধু, তব অনন্ত যৌবন
তরঙ্গে ফেনায়ে ওঠে সুরার মতন !
কত মৎস্য-কুমারীরা নিত্য তোমা যাচে,
কত জল-দেবীদের শুষ্ক মালা পড়ে তব চরণের কাছে,
চেয়ে নাহি দেখো, উদাসীন !
কার যেন স্বপ্নে তুমি মত্ত নিশিদিন !

মন্থন-মন্দার দিয়া দস্যু সুরাসুর
মথিয়া লুণ্ঠিয়া গেছে তব রত্ন-পুর,
হরিয়াছে উচ্চৈঃশ্রবা, তব লক্ষ্মী, তব শশী-প্রিয়া,
তারা সব আছে আজ সুখে স্বর্গে গিয়া !
করেছে লুণ্ঠন
তোমার অমৃত-সুধা—তোমার জীবন !
সব গেছে, আছে শুধু ক্রন্দন-কল্লোল,
আছে জ্বালা, আছে স্মৃতি, ব্যথা-উতরোল !
ঊর্ধ্বে শূন্য—নিম্নে শূন্য—শূন্য চারিধার,
মধ্যে কাঁদে বারিধার, সীমাহীন রিক্ত হাহাকার !

হে মহান ! হে চির-বিরহী !
হে সিন্ধু, হে বন্ধু মোর, হে মোর বিদ্রোহী !

সুন্দর আমার !
নমস্কার !
নমস্কার লহ !
তুমি কাঁদো—আমি কাঁদি—কাঁদে মোর প্রিয়া অহরহ।
হে দুস্তর, আছে তব পার, আছে কূল,
এ অনন্ত বিরহের নাহি পার—নাহি কূল—শুধু স্বপ্ন, ভুল।
মাগিব বিদায় যবে, নাহি রবো আর,
তব কল্লোলের মাঝে বাজে যেন ক্রন্দন আমার !
বৃথাই খুঁজিবে যবে প্রিয়া,
উত্তরিও বন্ধু ওগো সিন্ধু মোর, তুমি গরজিয়া !

তুমি শূন্য, আমি শূন্য, শূন্য চারিধার,
মধ্যে কাঁদে বারিধার—সীমাহীন রিক্ত হাহাকার !

চট্টগ্রাম
২-৮-২৬

গোপন প্রিয়া

পাইনি বলে আজো তোমায় বাসছি ভালো, রানি !
মধ্যে সাগর, এ-পার ও-পার করছি কানাকানি।
আমি এ-পার, তুমি ও-পার,
মধ্যে কাঁদে বাধার পাথার,
ও-পার হতে ছায়া-তরু দাও তুমি হাতছানি,
আমি মরু, পাইনে তোমার ছায়ার ছোঁওয়াখানি।

নাম-শোনা দুই বন্ধু মোরা, হয়নি পরিচয়।
আমার বুকে কাঁদছে আশা, তোমার বুকে ভয় !
এই-পারী ঢেউ বাদল-বায়ে
আছড়ে পড়ে তোমার পায়ে,
আমার ঢেউ-এর দোলায় তোমার করল না কূল ক্ষয়,
কূল ভেঙেছে আমার ধারে—তোমার ধারে নয় !

চেনার বন্ধু, পেলাম নাকো জানার অবসর।
গানের পাখি বসেছিলাম দু'দিন শাখার 'পর।
গান ফুরালে যাব যবে
গানের কথাই মনে রবে,
পাখি তখন থাকবে নাকো—থাকবে পাখির স্বর!
উড়ব আমি,—কাঁদবে তুমি ব্যথার বালুচর!

তোমার পায়ে বাজল কখন আমার পারের ঢেউ,
অজানিতা! কেউ জানে না, জানবে নাকো কেউ।
উড়তে গিয়ে পাখা হতে
একটি পালক পড়লে পথে,
ভুলে প্রিয় তুলে যেন খোঁপায় গুঁজে নেও!
ভয় কি সখি? আপ্‌নি তুমি ফেলবে খুলে এ-ও!

বর্ষা-ঝরা এম্‌নি প্রাতে আমার মতো কি
ঝুরবে তুমি একলা মনে, বনের কেতকী?
মনের মনে নিশীথ-রাতে
চুম দেবে কি কল্পনাতে?
স্বপ্ন দেখে উঠবে জেগে, ভাববে কত কি!
মেঘের সাথে কাঁদবে তুমি, আমার চাতকী!

দূরের প্রিয়া! পাইনি তোমায় তাই এ কাঁদন-রোল!
কূল মেলে না,—তাই দরিয়ায় উঠতেছে ঢেউ-দোল!
তোমায় পেলে থামত বাঁশি,
আসত মরণ সর্বনাশী।
পাইনিকো তাই ভরে আছ আমার বুকের কোল।
বেণুর হিয়া শূন্য বলে উঠছে বাঁশির বোল।

বন্ধু, তুমি হাতের-কাছের সাথের-সাথী নও,
দূরে যত রও এ-হিয়ায় তত নিকট হও।
থাকবে তুমি ছায়ার সাথে
মায়ার মতো চাঁদনি রাতে!
যত গোপন তত মধুর—নাই-বা কথা কও!
শয়ন-সাথে রও না তুমি নয়ন-পাতে রও!

ওগো আমার আড়াল-থাকা! ওগো স্বপন-চোর!
তুমি আছো আমি আছি এই তো খুশি মোর।
কোথায় আছ কেমনে রানি,
কাজ কি খোঁজে, নাই-বা জানি!
ভালবাসি এই আনন্দে আপনি আছি ভোর!
চাই না জাগা, থাকুক চোখে এমনি ঘুমের ঘোর!

রাত্রে যখন একলা শোব—চাইবে তোমায় বুক,
নিবিড়-ঘন হবে যখন একলা থাকার দুখ,
দুখের সুরায় মস্ত্ হয়ে
থাকবে এ-প্রাণ তোমায় লয়ে,
কল্পনাতে আঁকব তোমার চাঁদ-চুঁয়ানো মুখ!
ঘুমে জাগায় জড়িয়ে রবে, সেই তো চরম সুখ!

গাইব আমি, দূরে থেকে শুনবে তুমি গান।
থামলে আমি—গান গাওয়াবে তোমার অভিমান।
শিল্পী আমি, আমি কবি,
তুমি আমার-আঁকা ছবি,
আমার-লেখা কাব্য তুমি, আমার-রচা গান।
চাইব নাকো, পরান ভরে করে যাব দান।

তোমার বুকে স্থান কোথা গো এ দূর-বিরহীর,
কাজ কি জেনে?—তল কেবা পায় অতল জলধির!
গোপন তুমি আসলে নেমে
কাব্যে আমার, আমার প্রেমে,
এই-সে সুখে থাকব বেঁচে, কাজ কি দেখে তীর?
দূরের পাখি—গান গেয়ে যাই, না-ই বাঁধিলাম নীড়!

বিদায় যেদিন নেবো সেদিন নাই-বা পেলাম স্থান,
মনে আমায় করবে নাকো—সেই তো মনে স্থান!
যেদিন আমায় ভুলতে গিয়ে
করবে মনে, সেদিন প্রিয়
ভোলার মাঝে উঠব বেঁচে, সেই তো আমার প্রাণ!
নাই-বা পেলাম, চেয়ে গেলাম গেয়ে গেলাম গান!

চট্টগ্রাম
২৮-৭-২৬

www.banglarblog.com

অ-নামিকা

তোমারে বন্দনা করি
স্বপ্ন-সহচরি
লো আমার অনাগত প্রিয়া,
আমার পাওয়ার বুকে না-পাওয়ার তৃষ্ণা-জাগানিয়া!
তোমার বন্দনা করি ...
হে আমার মানস-রঙ্গিণী,
অনন্ত-যৌবনা বালা, চিরন্তন বাসনা-সঙ্গিনী!
তোমারে বন্দনা করি ...
নাম-নাহি-জানা ওগো আজো-নাহি-আসা!
আমার বন্দনা লহ, লহ ভালোবাসা ...
গোপন-চারিণী মোর, লো চির-প্রেয়সী!
সৃষ্টি-দিন হতে কাঁদো বাসনার অন্তরালে বসি,—
ধরা নাহি দিলে দেহে।
তোমার কল্যাণ-দীপ জ্বলিল না
দীপ-নেভা বেড়া-দেওয়া গেহে।
অসীমা! এলে না তুমি সীমারেখা-পারে।
স্বপনে পাইয়া তোমা স্বপনে হারাই বারেবারে।
অরূপা লো! রতি হয়ে এলে মনে,
সতী হয়ে এলে নাকো ঘরে।
প্রিয়া হয়ে এলে প্রেমে,
বধূ হয়ে এলে না অধরে!
দ্রাক্ষা-বুকে রহিলে গোপন তুমি শিরিন শরাব,
পেয়ালায় নাহি এলে!—
'উতারো নেকাব'—
হাঁকে মোর দুরন্ত কামনা!
সুদূরিকা! দূরে থাকো—ভালোবাসো—নিকটে আসো না।

তুমি নহ নিভে-যাওয়া আলো, নহ শিখা।
তুমি মরীচিকা,
তুমি জ্যোতি!—
জন্ম-জন্মান্তর ধরি লোকে-লোকান্তরে তোমা করেছি আরতি,
বারে বারে একই জন্মে শতবার করি!

যেখানে দেখেছি রূপ, করেছি বন্দনা প্রিয়া তোমারেই স্মরি!
রূপে রূপে, অপরূপা, খুঁজেছি তোমায়!
পবনের যবনিকা যত তুলি তত বেড়ে যায়!
বিরহের-কান্না-ধোওয়া তৃপ্ত হিয়া ভরি
বারে বারে উদিয়াছ ইন্দ্রধনু-সমা,
হাওয়া-পরী
প্রিয়া মনোরমা!
ধরিতে গিয়াছি—তুমি মিলায়েছ দূর দিগ্বলয়ে।
ব্যথা-দেওয়া রানি মোর, এলে নাকো কথা-কওয়া হয়ে!

চির-দূরে-থাকা ওগো চির-নাহি-আসা!
তোমারে দেহের তীরে পাবার দুরাশা
গ্রহ হতে গ্রহান্তরে লয়ে যায় মোরে।
বাসনার বিপুল আগ্রহে—
জন্ম লভি লোকে-লোকান্তরে!
উদ্বেলিত বুকে মোর অতৃপ্ত যৌবন-ক্ষুধা
উদগ্র কামনা,
জন্ম তাই লভি বারে বারে
না-পাওয়ার করি আরাধনা।...
যা-কিছু সুন্দর হেরি করেছি চুম্বন
যা-কিছু চুম্বন দিয়া করেছি সুন্দর—
সে সবার মাঝে যেন তব হরষণ
অনুভব করিয়াছি। —ছুঁয়েছি অধর
তিলোত্তমা, তিলে তিলে!
তোমারে যে করেছি চুম্বন
প্রতি তরুণীর ঠোঁটে।
প্রকাশ গোপন
যে কেহ প্রিয়ারে তার চুম্বিয়াছে ঘুম-ভাঙা রাতে,
রাত্রি-জাগা তন্দ্রা-লাগা ঘুম-পাওয়া প্রাতে,
সকলের সাথে আমি চুমিয়াছি তোমা
সকলের ঠোঁটে যেন, হে নিখিল-প্রিয়া প্রিয়তমা।

তরু, লতা, পশু, পাখি, সকলের কামনার সাথে
আমার কামনা জাগে, —আমি রমি বিশ্ব-কামনাতে!

বঞ্চিত যাহারা প্রেমে, ভুঞ্জে যারা রতি—
সকলের মাঝে আমি—সকলের প্রেমে মোর গতি!
যেদিন স্রষ্টার বুকে জেগেছিল আদি সৃষ্টি-কাম,
সেই দিন স্রষ্টা সাথে তুমি এলে, আমি আসিলাম।
আমি কাম, তুমি হলে রতি,
তরুণ-তরুণী বুকে নিত্য তাই আমাদের অপরূপ গতি!

কী যে তুমি, কী যে নহ, কত ভাবি—কত দিকে চাই।
নামে নামে, অ-নামিকা, তোমারে কি খুঁজিনু বৃথাই?
বৃথাই বাসিনু ভালো? বৃথা সবে ভালোবাসে মোরে?
তুমি ভেবে যারে বুকে চেপে ধরি সে-ই যায় সরে।
কেন হেন হয়, হায়, কেন লয় মনে—
যারে ভালোবাসিলাম, তারো চেয়ে ভালো কেহ বাসিছে গোপনে।
সে বুঝি সুন্দরতর—আরো আরো মধু।
আমারি বধূর বুকে হাসো তুমি হয়ে নববধূ।
বুকে যারে পাই, হায়,
তারি বুকে তাহারি শয্যায়
নাহি-পাওয়া হয়ে তুমি কাঁদো একাকিনী,
ওগো মোর প্রিয়ার সতিনী।...
বারে বারে পাইলাম—বারে বারে মন যেন কহে—
নহে এ সে নহে!
কুহেলিকা। কোথা তুমি? দেখা পাব কবে?
জন্মেছিলে, জন্মিয়াছ, কিংবা জন্ম লবে?
কথা কও, কও কথা প্রিয়া,
হে আমার যুগে-যুগে না-পাওয়ার তৃষ্ণা-জাগানিয়া!
কহিবে না কথা তুমি! আজ মনে হয়,
প্রেম সত্য চিরন্তন, প্রেমের পাত্র সে বুঝি চিরন্তন নয়।
জন্ম যার কামনার বীজে
কামনারই মাঝে সে যে বেড়ে যায় কল্পতরু নিজে।

দিকে দিকে শাখা তার করে অভিযান,
ও যেন শুষিয়া নেবে আকাশের যত বায়ু প্রাণ।
আকাশ ঢেকেছে তার পাখা
কামনার সবুজ বলাকা।

www.banglarblog.com

প্রেম সত্য, প্রেম-পাত্র বহু—অগণন,
তাই—চাই, বুকে পাই, তবু কেন কেঁদে ওঠে মন।
মদ সত্য, পাত্র সত্য নয়!
যে পাত্রে ঢালিয়া খাও সেই নেশা হয়!
চির-সহচরি!
এতদিনে পরিচয় পেনু, মরি মরি!
আমারি প্রেমের মাঝে রয়েছ গোপন,
বৃথা আমি খুঁজে মরি জন্মে জন্মে করিনু রোদন।
প্রতি রূপে, অপরূপা, ডাকো তুমি,
চিনেছি তোমায়,
যাহারে বাসিব ভালো—সেই তুমি,
ধরা দেবে তায়!
প্রেম এক, প্রেমিকা সে বহু,
বহু পাত্রে ঢেলে পি'ব সেই প্রেম—
সে শরাব লোহু।
তোমারে করিব পান, অ-নামিকা, শত কামনায়,
ভৃঙ্গারে, গেলাসে কভু, কভু পেয়ালায়!

চট্টগ্রাম
২৭-৭-২৬

বিদায়-স্মরণে

পথের দেখা এ নহে গো বন্ধু
এ নহে পথের আলাপন।
এ নহে সহসা পথ-চলা শেষে
শুধু হাতে হাতে পরশন॥

নিমেষে নিমেষে নব পরিচয়ে
হলে পরিচিত মোদের হৃদয়ে,
আসনি বিজয়ী—এলে সখা হয়ে,
হেসে হরে নিলে প্রাণ-মন॥

রাজাসনে বসি হওনিকো রাজা
রাজা হলে বসি হৃদয়ে,
তাই আমাদের চেয়ে তুমি বেশি
ব্যথা পেলে তব বিদায়ে।

আমাদের শত ব্যথিত হৃদয়ে,
জাগিয়া রহিবে তুমি ব্যথা হয়ে,
হলে পরিজন চির-পরিচয়ে—
পুনঃ পাব তার দরশন,
এ নহে পথের আলাপন॥

হুগলি
কার্তিক ১৩৩২

পথের স্মৃতি

পথিক ওগো, চলতে পথে
তোমায় আমায় পথের দেখা।
ঐ দেখাতে দুইটি হিয়ায়
জাগল প্রেমের গভীর রেখা॥

এই যে দেখা শরৎ-শেষে
পথের মাঝে অচিন দেশে,
কে জানে ভাই কখন কে সে
চলব আবার পথটি একা॥

এই যে মোদের একটু চেনার আবছায়াতেই বেদন জাগে।
ফাগুন-হাওয়ার মদির ছোঁওয়া পুবের হাওয়ার কাঁপন লাগে।

হয়তো মোদের শেষ দেখা এই
এমনি করে পথের বাঁকেই,
রইল স্মৃতি চারটি আঁখেই
চেনার বেদন নিবিড় লেখা॥

বরিশাল
আশ্বিন ১৩২৭

উন্মনা

ওগো আজ কেন মন উদাস এমন কাঁদছে পুবের হাওয়ার পারা।
কে যেন মোর নেই গো কাছে কোন্ প্রিয়-মুখ আজকে হারা॥

দিকে দিকে বিবাগী মন
খুঁজে ফেরে কোন্ প্রিয়জন?
কোথায় সে মোর মনের-মতন
বুকের রতন নয়ন-তারা॥

ঘর-দুয়ার আজ বাউল যেন শীতের উদাস মাঠের মতো,
ঝরছে গাছে সবুজ পাতা আমার মনের-বনের যত।

যেথাই থাকো, জানি আমি,—
হে মোর সুদূর জীবন-স্বামি!
সন্ধে হলে আসবে নামি
মুছিয়ে দেবে নয়ন-ধারা॥

অতল পথের যাত্রী

—দূর প্রান্তর গিরি
অজানার মাঝে জানারে খুঁজিয়া ফিরি।
হৃদয়ে হৃদয়ে বেদনার শতদল
ঘিরিয়া রেখেছে অজানার পদতল।

পথে পথে ফিরি, সাথে ফেরে দিবানিশা,
কোথা তাঁর পথ—খুঁজে নাহি মেলে দিশা।
কাঁদিয়া বৃথাই আমার নয়ন-জল
সাগর হইয়া—করিতেছে টলমল।
সে সায়রে দুলে আমার অশ্রুমতী
আমার গানের বেদনা-সরস্বতী।

নিয়ত তাহারি মৌন কাঁদন ঝরে
আমার প্রাণের হাসির পান্না 'পরে।

আমার অশ্রুমতীরে শুধাই মিছে,
বৃথাই ছুটিনু মোর অজানার পিছে।
উঠিছে পড়িছে ভাঙিছে জানার ঢেউ,
হেরিতেছে ঢেউ—সাগর হেরে না কেউ।
কূলে কূলে ফিরি, ঢেউয়ে ঢেউয়ে কাঁদি আমি,
অতল গভীরে টেনে লও মোরে স্বামি!
দেখিব না ঢেউ, দেখিব সিন্ধুতল
যথা নাই ঢেউ—শুধু সে অতল জল।

দারিদ্র্য

হে দারিদ্র্য, তুমি মোরে করেছ মহান!
তুমি মোরে দানিয়াছ খ্রিস্টের সম্মান
কণ্টক-মুকুট শোভা।—দিয়াছ, তাপস,
অসঙ্কোচ প্রকাশের দুরন্ত সাহস;
উদ্ধত উলঙ্গ দৃষ্টি; বাণী ক্ষুরধার,
বীণা মোর শাপে তব হলো তরবার!

দুঃসহ দাহনে তব হে দর্পী তাপস,
অম্লান স্বর্ণেরে মোর করিলে বিরস,
অকালে শুকালে মোর রূপ-রস-প্রাণ!
শীর্ণ করপুট ভরি সুন্দরের দান
যতবার নিতে যাই—হে বুভুক্ষু তুমি
অগ্রে আসি করো পান! শূন্য মরুভূমি
হেরি মম কল্পলোক। আমার নয়ন
আমারি সুন্দরে করে অগ্নি বরিষণ।

বেদনা-হলুদ-বৃন্ত কামনা আমার
শেফালির মতো শুভ্র সুরভি-বিথার
বিকশি উঠিতে চাহে, তুমি হে নির্মম,
দলো বৃন্ত ভাঙো শাখা কাঠুরিয়া সম !
আশ্বিনের প্রভাতের মতো ছলছল
করে ওঠে সারা হিয়া, শিশির-সজল
টলটল ধরণীর মতো করুণায় !
তুমি রবি, তব তাপে শুকাইয়া যায়
করুণা-নীহার-বিন্দু ! ম্লান হয়ে উঠি
ধরণীর ছায়াঞ্চলে ! স্বপ্ন যায় টুটি
সুন্দরের, কল্যাণের। তরল গরল
কণ্ঠে ঢালি তুমি বলো, 'অমৃতে কি ফল ?
জ্বালা নাই, নেশা নাই, নাই উন্মাদনা,—
রে দুর্বল, অমরার অমৃত-সাধনা
এ-দুঃখের পৃথিবীতে তোর ব্রত নহে !
তুই নাগ, জন্ম তোর বেদনার দহে।
কাঁটা-কুঞ্জে বসি তুই গাঁথিবি মালিকা,
দিয়া গেনু ভালে তোর বেদনার টীকা ! ...

গাহি গান, গাঁথি মালা, কণ্ঠ করে জ্বালা,
দংশিল সর্বাঙ্গে মোর নাগ নাগ-বালা ! ...'

ভিক্ষা-ঝুলি নিয়া ফেরো দ্বারে দ্বারে ঋষি
ক্ষমাহীন হে দুর্বাসা ! যাপিতেছে নিশি
সুখে বর-বধূ যথা—সেখানে কখন
হে কঠোর-কণ্ঠ গিয়া ডাকো, —'মূঢ়, শোন্,
ধরণী বিলাস-কুঞ্জ নহে নহে কারো,
অভাব বিরহে আছে, আছে দুঃখ আরো,
আছে কাঁটা শয্যাতলে বাহুতে প্রিয়ার,
তাই এবে কর্ ভোগ !' —পড়ে হাহাকার
নিমিষে সে সুখ-স্বর্গে, নিবে যায় বাতি,
কাটিতে চাহে না যেন আর কাল-রাতি !

চল-পথে অনশন-ক্লিষ্ট ক্ষীণ তনু,
কী দেখি বাঁকিয়া ওঠে সহসা ভ্রূ-ধনু,

দু'নয়ন ভরি রুদ্র হানো অগ্নি-বাণ,
আসে রাজ্যে মহামারী দুর্ভিক্ষ তুফান,
প্রমোদ-কানন পুড়ে, উড়ে অট্টালিকা,—
তোমার আইনে শুধু মৃত্যু-দণ্ড লিখা।

বিনয়ের ব্যভিচার নাহি তব পাশ,
তুমি চাহ নগ্নতার উলঙ্গ প্রকাশ।
সঙ্কোচ শরম বলি জানো নাকো কিছু,
উন্নত করিছ শির যার মাথা নিচু।
মৃত্যু-পথ-যাত্রীদল তোমার ইঙ্গিতে
গলায় পরিছে ফাঁসি হাসিতে হাসিতে!
নিত্য অভাবের কুণ্ড জ্বালাইয়া বুকে
সাধিতেছ মৃত্যু-যজ্ঞ পৈশাচিক সুখে!

লক্ষ্মীর কিরীটী ধরি ফেলিতেছ টানি
ধূলিতলে। বীণা-তারে করাঘাত হানি
সারদার, কী সুর বাজাতে চাহ গুণী?
যত সুর আর্তনাদ হয়ে ওঠে শুনি!

প্রভাতে উঠিয়া কালি শুনিনু, সানাই
বাজিছে করুণ সুরে! যেন আসে নাই
আজো কারা ঘরে ফিরে! কাঁদিয়া কাঁদিয়া
ডাকিছে তাদেরে যেন ঘরে 'সানাইয়া'!
বধূদের প্রাণ আজ সানা'য়ের সুরে
ভেসে যায় যথা আজ প্রিয়তম দূরে
আসি আসি করিতেছে! সখি বলে, বল্
মুছিলি কেন লা আঁখি, মুছিলি কাজল? ...

শুনিতেছি আজো আমি প্রাতে উঠিয়াই
'আয় আয়' কাঁদিতেছে তেমনি সানাই।
ম্লানমুখী শেফালিকা পড়িতেছে ঝরি
বিধবার হাসি সম—স্নিগ্ধ গন্ধে ভরি!
নেচে ফেরে প্রজাপতি চঞ্চল পাখায়
দুরন্ত নেশায় আজি, পুষ্প-প্রগল্‌ভায়
চুম্বনে বিবশ করি! ভোমোরার পাখা
পরাগে হলুদ আজি, অঙ্গে মধু মাখা।

www.banglarblog.com

উছলি উঠিছে যেন দিকে দিকে প্রাণ!
আপনার অগোচরে গেয়ে উঠি গান
আগমনী আনন্দের! অকারণে আঁখি
পুরে আসে অশ্রু-জলে! মিলনের রাখী
কে যেন বাঁধিয়া দেয় ধরণীর সাথে?
পুষ্পাঞ্জলি ভরি দু'টি মাটি-মাখা হাতে
ধরণী এগিয়ে আসে দেয় উপহার।
ও যেন কনিষ্ঠা মেয়ে দুলালী আমার!—
সহসা চমকি উঠি! হায় মোর শিশু
জাগিয়া কাঁদিছ ঘরে, খাওনিকো কিছু
কালি হতে সারাদিন তাপস নিষ্ঠুর,
কাঁদো মোর ঘরে নিত্য তুমি ক্ষুধাতুর!

পানি নাই বাছা মোর, হে প্রিয় আমার,
দুই বিন্দু দুগ্ধ দিতে! —মোর অধিকার
আনন্দের নাহি নাহি! দারিদ্র্য অসহ
পুত্র হয়ে জায়া হয়ে কাঁদে অহরহ
আমার দুয়ার ধরি! কে বাজাবে বাঁশি?
কোথা পাব আনন্দিত সুন্দরের হাসি?
কোথা পাব পুষ্পাসব? ধুতুরা-গেলাস
ভরিয়া করেছি পান নয়ন-নির্যাস! ...

আজো শুনি আগমনী গাহিছে সানাই,
ও যেন কাঁদিছে শুধু—নাই কিছু নাই।

২৪ আশ্বিন '৩৩

বাসন্তী

কুহেলির দোলায় চড়ে
এল ঐ কে এল রে?
মকরের কেতন ওড়ে
শিমুলের হিঙুল বনে।

সিন্ধু-হিন্দোল

পলাশের গেলাস-দোলা
কাননের রঙমহলা,
ডালিমের ডাল উতলা
লালিমার আলিঙ্গনে॥

না যেতে শীত-কুহেলি
ফাগুনের ফুল-সেহেলি
এল কি? রক্ত-চেলি
করেছে বন উজালা।
ভুলালি মন ভুলালি,
ওলো ও শ্যাম-দুলালি,
তমালে ঢাললি লালি,
নীলিমায় লাল্ দেয়ালা॥

ওলো ও ব্যস্ত-বাগীশ
মাধবের নকল-নবিশ
মধুরাত নাই হতে—ইস্
মাধবীর কুঞ্জে হাজির!
বলি ও মদন-মোহন!
না যেতে শীতের কাঁপন
এলে যে, থালায় এখন
ভরিনি কুঙ্কুম আবীর॥

হা-রা-রা হোরির গীতে
মাতিনি আজো শীতে
অধরের পিচ্‌কিরিতে
পুরিনি পানের ফুল।
গাহেনি কোয়েল সখি—
'মর লো গরল ভখি!'
এখনি শ্যাম এল কি
আসেনি অশোক শিমুল॥

মোরা সই বকছি মিছে
ওলো দ্যাখ শ্যামের পিছে
এসেছে কে এসেছে
দুলে কার চেলির লালী

তখনি বলেছি ভাই
আমাদের এ মান বৃথাই,
এলে শ্যাম আসবেনই রাই—
শ্রীমতী শ্যাম দুলালী॥

পউষের রিক্ত শাখায়
বঁধু যেই বংশী বাজায়,
নীলা বন লাল হয়ে যায়,
ফুলে হয় ফুলেল আকাশ।
এলে শ্যাম বংশী-ধারী
গোপনের গোপ-ঝিয়ারি
ফুল সব শ্যাম-পিয়ারি
ভুলে যায় ছার গেহ-বাস॥

সাতাশে-মাঘ-বাতাসে
যদি ভাই ফাগুন আসে
আগুনে রঙন হাসে
আমাদের সেই তো হোরি!
শ্রীমতীর লাল কপোলে
দোলে লো পলাশ দোলে,
পায়ে তার পদ্ম ডলে
দে লো বন আলা করি॥

ফাল্গুনী

সখি পাতিসনে শিলাতলে পদ্মপাতা,
সখি দিসনে গোলাব-ছিটে খাস লো মাথা!
যার অন্তরে ক্রন্দন
করে হৃদি মন্থন
তারে হরি-চন্দন
কমলি মালা—
সখি দিসনে লো দিসনে লো, বড় সে জ্বালা!

বলো কেমনে নিবাই সখি বুকের আগুন !
এল খুন-মাখা তূণ নিয়ে খুনেরা ফাগুন !
সে যে হানে হুল-খুনসুড়ি
ফেটে পড়ে ফুলকুঁড়ি
আইবুড়ো আইবুড়ি
বুকে ধরে ঘুণ !
যত বিরহিণী নিম্-খুন—কাটা ঘায়ে নুন !

আজ লাল-পানি পিয়ে দেখি সব-কিছু চুর !
সবে আতর বিলায় বায়ু বাতাবি নেবুর !
হলো মাদার অশোক ঘা'ল,
রঙন তো নাজেহাল !
লালে লাল ডালে-ডাল
পলাশ শিমুল !
সখি তাহাদের মধু ক্ষরে—মোরে বেঁধে হুল্ !

নব সহকার-মঞ্জরি সহ ভ্রমরী !
চুমে ভোম্‌রা নিপট, হিয়া মরে গুমরি !
কত ঘাটে ঘাটে সই-সই
ঘট ভরে নিতি ওই
চোখে মুখে ফোটে খই,—
আব-রাঙা গাল
যত আধ-ভাঙা ইঙ্গিত তত হয় লাল !

আর সইতে পারিনে সই ফুল-ঝামেলা,
প্রাতে মল্লী চাঁপা, সাঁঝে বেলা চামেলা !
হেরো ফুটল মাধবী হুরি
ডগমগ তরুপুরী,
পথে পথে ফুলঝুরি
সজিনা ফুলে !
এত ফুল দেখে কুলবালা কূল না ভুলে !

সাজি বাটা-ভরা ছাঁচিপান ব্যজনী-হাতে
করে স্বজনে বীজন কত সজনি ছাতে।
সেথা চোখে চোখে সঙ্কেত
কানে কথা—যাও ধেৎ—
ঢলে পড়া অঙ্কেতে
মন্‌মথ-ঘায় !
আজ আমি ছাড়া আর সবে মন-মতো পায় !

সখি মিষ্টি ও ঝাল মেশা এল একি বায় !
এ যে বুক যত জ্বালা করে মুখ তত চায় !
এ যে শরাবের মতো নেশা
এ পোড়া মলয় মেশা,
ডাকে তাহে কুলনাশা
কালামুখো পিক !
যেন কাবাব করিতে বেঁধে কলিজাতে শিক !

এল আলো-রাধা ফাগ ভরি চাঁদের থালায়,
ঝরে জোছনা-আবির সারা শ্যাম সুষমায় !
যত ডালপালা নিম্-খুন,
ফুলে ফুলে কুঙ্কুম,
চুড়ি বালা রুমঝুম্
হোরির খেলা,
শুধু নিরালায় কেঁদে মরি আমি একেলা !

আজ সঙ্কেত-শঙ্কিতা বন-বীথিকায়
কত কুলবধূ ছিঁড়ে শাড়ি কূলের কাঁটায় !
সখি ভরা মোর এ দুকূল
কাঁটাহীন শুধু ফুল !
ফুলে এত বেঁধে হুল ?—
ভালো ছিল হায়,
সখি ছিঁড়িত দুকূল যদি কূলের কাঁটায় !

হুগলি
ফাল্গুন ১৩৩২

মঙ্গলাচরণ

রঙনের রঙে রাঙা হয়ে এল শীতের কুহেলি-রাতি,
আমের বউলে বাউল হইয়া কোয়েলা খুঁজিছে সাথী।

সাথে বসন্ত-সেনা
আগে অজানার ঘেরা-টোপে তব চিরজনমের চেনা।

পলাশ ফুলের পেয়ালা ভরিয়া পুরিয়া উঠেছে মধু,
তব অন্তরে সঞ্চরে আজ সৃজন-দিনের বধূ।

উঠিছে লক্ষ্মী ওই
তোমার ক্ষুধার ক্ষীরোদ-সাগর মন্থনে সুধাময়ী।
হারাবার ছলে চির-পুরাতনে নূতন করিয়া লভি,
প্রদোষে ডুবিয়া প্রভাতে উদিছে নিত্য একই রবি।

তাই সুন্দর সৃষ্টি
একই বরবধূ জনমে জনমে লভে নব শুভদৃষ্টি।
আদিম দিনের বধূ তব ঐ আবার এসেছে ঘুরে
কত গিরি দরী নদী পার হয়ে তব অন্তর-পুরে।

কি দিব আশিস ভাই
তোমরা যে বাঁধা চির-জনমের—কোথাও বিরহ নাই।
না থাকিলে এই একটু বিরহ—এ জীবন হতো কারা,
দুই তীরে তীরে বিচ্ছেদ তাই মাঝে বহে স্রোত-ধারা।
গত জনমের ছাড়াছাড়ি তাই এ মিলন এত মিঠে
সেই স্মৃতি লেখা শুভদৃষ্টির সুন্দর চাহনিতে।
ওগো আঙিনায় সজিনা-সজনি, করো লাজ বরিষণ,
তব পুষ্পিত শাখা নেড়ে সখি, খইএ নাই প্রয়োজন।
আমের মুকুল আকুল হইয়া ঝরো গো দুকূলে লুটি,
বধূর আলতা চরণ-আঘাতে অশোক উঠো গো ফুটি।

বাজা শাঁখ দে লো হুলু,
হারা সতী ফিরে এল উমা হয়ে—উলু উলু উলু উলু!

বধূ-বরণ

এতদিন ছিলে ভুবনের তুমি
আজ ধরা দিলে ভবনে,
নেমে এলে আজ ধরার ধুলাতে
ছিলে এতদিন স্বপনে।

www.banglarblog.com

শুধু শোভাময়ী ছিলে এতদিন
কবির মানসে কলিকা নলিন,
আজ পরশিলে চিত্ত-পুলিন
বিদায়-গোধূলি লগনে।
উষার ললাট-সিন্দুর-টিপ
সিঁথিতে উড়াল পবনে॥

প্রভাতের উষা কুমারী, সেজেছ
সন্ধ্যায় বধূ উষসী,
চন্দন টোপা-তারা-কলঙ্কে
ভরেছে বে-দাগ মুখশশী।
মুখর মুখ আর বাচাল নয়ন
লাজ-সুখে আজ যাচে গুণ্ঠন,
নোটন-কপোতী কণ্ঠে এখন
কূজন উঠিছে উছসি।
এতদিন ছিলে শুধু রূপ-কথা
আজ হলে বধূ রূপসী॥

দোলা-চঞ্চল ছিল এই গেহ
তব লটপট বেণী ঘায়,
তারি সঞ্চিত আনন্দ ঝলে
ঐ উর-হার-মণিকায়।
এ ঘরের হাসি নিয়ে যাও চোখে,
সেথা গৃহ-দীপ জ্বেলো এ আলোকে
চোখের সলিল থাকুক এ-লোকে—
আজি এ মিলন-মোহনায়
ও-ঘরের হাসি-বাঁশির বেহাগ
কাঁদুক এ ঘরে সাহানায়॥

বিবাহের রঙে রাঙা আজ সব
রাঙা মন রাঙা আভরণ,
বলো নারী 'এই রক্ত-আলোকে
আজ মম নব জাগরণ!'
পাপে নয়, পতি পুণ্যে সুমতি
থাকে যেন, হয়ো পতির সারথি।
পতি যদি হয় অন্ধ, হে সতী
বেঁধো না নয়নে আবরণ;
অন্ধ পতিরে আঁখি দেয় যেন
তোমার সত্য আচরণ॥

অভিযান

নতুন পথের যাত্রা-পথিক
চালাও অভিযান !
উচ্চকণ্ঠে উচ্চারো আজ—
'মানুষ মহীয়ান !'
চারদিকে আজ ভীরুর মেলা,
খেলবি কে আয় নতুন খেলা ?
জোয়ার জলে ভাসিয়ে ভেলা
বাইবি কি উজান ?
পাতাল ফেঁড়ে চলবি মাতাল
স্বর্গে দিবি টান ॥

সমর-সাজের নাই রে সময়
বেরিয়ে তোরা আয়,
আজ বিপদের পরশ নেব
নাঙ্গা আদুল গায়।
আসবে রণ-সজ্জা কবে,
সেই আশায়ই রইলি সবে !
রাত পোহাবে প্রভাত হবে
গাইবে পাখি গান।
আয় বেরিয়ে, সেই প্রভাতে
ধরবি যারা তান ॥

আঁধার ঘোরে আত্মঘাতী
যাত্রা-পথিক সব
এ উহারে হানছে আঘাত
করছে কলরব।
অভিযানের বীর সেনাদল !
জ্বালাও মশাল, চল্ আগে চল্ !
কুচকাওয়াজের বাজাও মাদল,
গাও প্রভাতের গান !
উষার দ্বারে পৌঁছে গাবি
'জয় নব উত্থান !'

নারায়ণগঞ্জ
২-৭-২৬

রাখিবন্ধন

সই পাতালো কি শরতে আজিকে স্নিগ্ধ আকাশ-ধরণী?
নীলিমা বাহিয়া সওগাত নিয়া নামিছে মেঘের তরণী!

অলকার পানে বলাকা ছুটিছে মেঘ-দূত-মন মোহিয়া
চঞ্চুতে রাঙা কল্‌মির কুঁড়ি—মরতের ভেট বহিয়া।

সখির গাঁয়ের সেঁউতি-বোঁটার ফিরোজায় রেঙে পেশোয়াজ
আসমানি আর মৃন্ময়ী সখি মিশিয়াছে মেঠো পথ-মাঝ।

আকাশ এনেছে কুয়াশা-উড়ুনি, আসমানি-নীল কাঁচুলি,
তারকার টিপ, বিজুলির হার, দ্বিতীয়া-চাঁদের হাঁসুলি।

ঝরা-বৃষ্টির ঝর ঝর আর পাপিয়া শ্যামার কূজনে
বাজে নহবত আকাশ-ভুবনে—সই পাতিয়েছে দু'জনে!

আকাশের দাসী সমীরণ আনে শ্বেত পেঁজা মেঘ ফেনা ফুল,
হেথা জলে-থলে কুমুদে-কমলে আলুথালু ধরা বেয়াকুল।

আকাশ-গাঙে কি বান ডেকেছে গো, গান গেয়ে চলে বরষা,
বিজুরির গুণ টেনে টেনে চলে মেঘ-কুমারীরা হরষা।

হেথা মেঘ-পানে কালো চোখ হানে মাটির কুমার মাঝিরা,
জল ছুঁড়ে মারে মেঘ-বালা দল, বলে, 'চাহে দেখো পাজিরা!'

কহিছে আকাশ, 'ওলো সই, তোর চকোরে পাঠাস নিশিতে,
চাঁদ ছেনে দেবো জোছনা-অমৃত তোর ছেলে যত তৃষিতে।

আমারে পাঠাস্ সোঁদা-সোঁদা-বাস তোর ও-মাটির সুরভি
প্রভাত-ফুলের পরিমল্ মধু, সন্ধ্যাবেলার পূরবী।'

হাসিয়া উঠিল আলোকে আকাশ, নত হয়ে এল পুলকে,
লতা-পাতা-ফুলে বাঁধিয়া আকাশ ধরা কয়, 'সই, ভূলোকে
বাঁধা প'লে আজ', চেপে ধরে বুকে লজ্জায় ওঠে কাঁপিয়া,
চুমিল আকাশ নত হয়ে মুখে ধরণীরে বুকে ঝাঁপিয়া।

চাঁদনিরাতে

কোদালে মেঘের মউজ উঠেছে গগনের নীল গাঙে,
হাবুডুবু খায় তারা-বুদ্বুদ, জোছনা সোনায় রাঙে।
তৃতীয়া চাঁদের 'শাম্পানে' চড়ি চলিছে আকাশ-প্রিয়া,
আকাশ-দরিয়া উতলা হলো গো পুতলায় বুকে নিয়া।
তৃতীয়া চাঁদের বাকি 'তেরো কলা' আবছা কালোতে আঁকা,
নীলিম প্রিয়ার নীলা 'গুল্‌রুখ্' অবগুণ্ঠনে ঢাকা।
সপ্তর্ষির তারা-পালঙ্কে ঘুমায় আকাশ-রানি,
সেহেলি 'লায়লি' দিয়ে গেছে চুপে কুহেলি-মশারি টানি।
দিক্‌চক্রের ছায়া-ঘন ঐ সবুজ তরুর সারি,
নীহার-নেটের কুয়াশা-মশারি—ও কি বর্ডার তারি?
সাতাশ তারার ফুল-তোড়া হাতে আকাশ নিশুতি রাতে
গোপনে আসিয়া তারা-পালঙ্কে শুইল প্রিয়ার সাথে
উঁহু উঁহু করি কাঁচা ঘুম ভেঙে জেগে ওঠে নীলা হুরি,
লুকিয়ে দেখে তা 'চোখ গেল' বলে চেঁচায় পাপিয়া ছুঁড়ি!
'মঙ্গল' তারা মঙ্গল-দীপ জ্বালিয়া প্রহর জাগে,
ঝিকিমিকি করে মাঝে মাঝে—বুঝি বঁধুর নিশাস লাগে।
উল্কা-জ্বালার সন্ধানী-আলো লইয়া আকাশ-দ্বারী
'কালপুরুষ' সে জাগি বিনিদ্র করিতেছে পায়চারি।
সেহেলিরা রাতে পলায়ে এসেছে উপবনে কোন আশে,
হেথা হোথা ছোটে পিকের কণ্ঠে ফিক ফিক করে হাসে।
আবেগে সোহাগে আকাশ-প্রিয়ার চিবুক বাহিয়া ও কি
শিশিরের রূপে ঘর্মবিন্দু ঝরে ঝরে পড়ে সখি,
নবমী চাঁদের 'সসারে' ও কে গো চাঁদিনি-শিরাজি ঢালি
বধূর অধরে ধরিয়া কহিছে—'তহুরা পিও লো আলি!'
কার কথা ভেবে তারা-মজলিসে দূরে একাকিনী সাকি
চাঁদের 'সসারে' কলঙ্ক-ফুল আন্‌মনে যায় আঁকি!...
ফরহাদ-শিরি লায়লি-মজনুঁ মগজে করেছে ভিড়,
মস্তানা শ্যামা দধিয়াল টানে বায়ু-বেয়ালার মীড়!

আন্‌মনা সাকি! অম্‌নি আমারো হৃদয়-পেয়ালা-কোণে
কলঙ্ক-ফুল আন্‌মনে সখি লিখো মুছো খনে খনে!

মাধবী-প্রলাপ

আজ লালসা-আলস-মদে বিবশা রতি
শুয়ে অপরাজিতায় ধনী স্মরিছে পতি।
তার নিধুবন-উন্মন
ঠোঁটে কাঁপে চুম্বন,
বুকে পীন যৌবন
উঠিছে ফুঁড়ি,
মুখে কাম-কন্টক ব্রণ মহুয়া-কুঁড়ি!

করে বসন্ত বনভূমি সুরত-কেলি,
পাশে কাম-যাতনায় কাঁপে মালতী বেলি!
ঝুরে আলুথালু কামিনী
জেগে সারা যামিনী,
মল্লিকা ভামিনী
অভিমানে ভার,
কলি না ছুঁতেই ফেটে পড়ে কাঁটালি চাঁপার!

ছি ছি বেহায়া কি সাঁওতালি মহুয়া ছুঁড়ি,
লাজে আঁখি নিচু করে থাকি সোঁদাল-কুঁড়ি!
পাশে লাজ-বাস বিসরি
জামরুলি কিশোরী
শাখা-দোলে কি করি
খায় হিন্দোল!
হলো ঘাম-ভাঙা লাজে কাম-রাঙার কপোল!

বাঁকা পলাশ-মুকুলে কার আনত আঁখি?
ওগো রাঙা-বৌ বনবধূ রাগিল না কি?
তার আঁখে হানি কুঙ্কুম
ভাঙিল কি কাঁচা ঘুম?
চুমু খেয়ে বেমালুম
পালাল কি চোর?
রাগে অনুরাগে রাঙা হলো আঁখি বন-বৌর!

ওগো নার্গিস্‌ফুলি বনবালা-নয়নায়
ও কে সুর্মা মাখায় নীল ভোম্‌রা পাখায় !
কালো কোয়েলার রূপে ওকি
উড়িয়া বেড়ায় সখি
কামিনী-কাজল আঁখি
কেঁদে বিষাদে ?
কার শীর্ণ কপোল কাঁদে অস্ত-চাঁদে !

সখি মদনের বাণ-হানা শব্দ শুনিস
ঐ বিষ-মাখা মিশ-কালো দোয়েলার শিস !
দেখ্‌ দুই আঁখি ঝাঁপিয়া
কেঁদে ওঠে পাপিয়া—
'চোখ গেল হা প্রিয়া'
চোখে খেয়ে শর।
কাঁদে ঘুঘুর পাখায় বন বিরহ-কাতর !

ঝরে ঝরঝর মরমর বিদায়-পাতা,
ওকি বিরহিণী বনানীর ছিন্ন খাতা ?
ওকি বসন্তে স্মরি স্মরি
সারাটি বছর ধরি
শত অনুযোগ করি
লিখিয়া কত
আজ লজ্জায় ছিঁড়ে ফেলে লিপি সে যত !

আসে ঋতুরাজ, ওড়ে পাতা জয়ধ্বজা ;
হলো অশোক শিমুলে বন-পুষ্প রজা।
তার পাংশু চীনাংশুক
হলো রাঙা কিংশুক ;
উৎসুক উন্মুখ
যৌবন তার
যাচে লুণ্ঠন-নির্মম দস্যু তাতার !

ওড়ে পিয়াল-কুসুম-ঝরা পরাগ কোমল
ওকি বসন্ত-বনভূমি-রতি-পরিমল ?
ওকি কপোলে কপোল ঘষা
ওড়ে চন্দন খসা ?

www.banglarblog.com

বনানী কি করে গোসা
ছোঁড়ে ফুল–ধূল?
ওকি এলায়েছে এলো–খোঁপা সোঁদা–মাখা চুল?

নাচে দুলে দুলে তরুতলে ছায়া–শবরী,
দোলে নিতম্ব–তটে লটপট কবরী!
দেয় করতালি তালীবন,
গাহে বায়ু শন্ শন্,
বনবধূ উচাটন
মদন–পীড়ায়,
তার কামনার হরষণে ডালিম ডাঁশায়!

নভ অলিন্দে বালেন্দু উদিল কি সই?
ও যে পলাশ–মুকুল, নব শশিকলা কই?
ও যে চির–বালা ত্রয়োদশী
বিবস্ত্রা উর্বশী,
নখ–ক্ষত ঐ শশী
নভ–উরসে।
ওকি তারকা না চুমো–চিন্ আছে মু'রছে?

দূরে সাদা মেঘ ভেসে যায়—শ্বেত সারসী,
ওকি পরীদের তরী, অপ্সরী–আরশি?
ওকি পাইয়া পীড়ন–জ্বালা
তপ্ত উরসে বালা
শ্বেতচন্দন লালা
করিছে লেপন?
ওকি পবন খসায় কার নীবি–বন্ধন?

হেথা পুষ্প–ধনু লেখে লিপি রতিরে
হলো লেখনী তাহার লিচু–মুকুল চিরে।
লেখে চম্পা কলির পাতে,
ভোমরা আখর তাতে,
দখিনা হাওয়ার হাতে
দিল সে লেখা।
হেথা 'ইউসোফ্' কাঁদে, হোথা কাঁদে 'জুলেখা'।

www.banglarblog.com

দ্বারে বাজে ঝঞ্ঝার জিঞ্জীর

দ্বারে বাজে ঝঞ্ঝার জিঞ্জীর,
খোলো দ্বার, ওঠো ওঠো বীর !
নিদাঘের রৌদ্র খর কণ্ঠে শোনে প্রদীপ্ত আহ্বান—
জয় অভিনব যৌবন-অভিযান ! ...

শ্রান্ত গত বরষের বিশীর্ণ শর্বরী
স্খলিত মন্থর পদে দূরে যায় সরি
বিরাটের চক্রনেমি-তলে
চম্পা-মালা দোলাইয়া গলে
আলোক-তাঞ্জামে আসে অভিযান-রথী,
ঘুম-জাগা বিহগের কণ্ঠে কণ্ঠে আনন্দ-আরতি
ভেসে চলে খেয়া-সম দিকে দিকে আজি।
বজ্রাঘাতে ঘন ঘন আকাশ-কাঁসর ওঠে বাজি।

মর্‌মর্-মঞ্জীর-পায়ে মাতে ঘূর্ণি-নটী
বিশুষ্ক পল্লব-নৃত্যে, ডগমগ পড়িছে উছটি
অসহ্ আনন্দ-মদে !
সুন্দর আসিছে পিছে অবগাহি বেদনার জবা-রক্ত হ্রদে।
ওড়ে তার ধূলি-রাঙা গৈরিক পতাকা
বৈশাখের বাম করে ! ক্ষত-চিহ্ন আঁকা
নিখিল পীড়িত মুখে মুখচ্ছবি তার।
একি রূপ হেরি তব বেদনার মুকুরে আমার
অপরূপ ! ওগো অভিনব !
কত অশ্রু জমাইয়া কত দিনে গড়েছ এ তরবারি তব ?
সাঁতারিয়া কত অশ্রুজল,
হে রক্ত-দেবতা মোর, পেলে আজি স্থল ?
কোন্ সে বেদনা-পাণি বাণী অশ্রুমতী
করিতেছে তোমার আরতি ?

মন্দির-বেদীর শ্বেত প্রস্তরের আস্তরণ তলে
এলায়িত কুন্তলা কে স্খলিত অঞ্চলে
ছিন্নপর্ণা স্থলপদ্ম-প্রায়
প্রাণহীন দেবতার চরণে লুটায় ?

www.banglarblog.com

জানি, তারি স-বেদন আবেদনখানি
খড়্গ হয়ে ঝলে তব করে, শস্ত্রপাণি!
মরণ-উৎসবে রণে ক্রন্দন-বাসরে
নিখিল-ক্রন্দসী, বীর, তব স্তব করে!
বধূ তব নিখিলের প্রাণ
বিদায়-গোধূলি-লগ্নে মৃত্যু-মঞ্চে করে মাল্য দান! ...

হে সুন্দর, মোরা তব দূর যাত্রাপথ
করিতেছি সহজ সরল, রচিতেছি তব ভবিষ্যৎ!
সতেজ তরুণ কণ্ঠে তব আগমনী
গাহিতেছি রাত্রিদিন, দৃপ্ত জয়ধ্বনি
ঘোষিতেছে আমাদের বাণী বজ্র-ঘোষ!
বুকে বুকে জ্বালিতেছি বহ্নি-অসন্তোষ।
আশার মশাল জ্বালি আলোকিয়া চলেছি আঁধার
অগ্রদূত নিশান-বরদার!
অতন্দ্রিত নিশীথ-প্রহরী—হাঁকিতেছি প্রহরে প্রহরে,
যৌবনের অভিযান-সেনাদল, ওরে,
ওঠ্ তোরা করি ত্বরা!
তিমিরাবরণ খোল্, ছুঁড়ে ফেল্ স্বপন-পসরা!
ওঠ ওঠ বীর,
দ্বারে বাজে ঝন্‌ঝার জিঞ্জীর!
বিপ্লব-দেবতা ঐ শিয়রে তোমার
দাঁড়ায়েছে আসিয়া আবার!

বারে বারে এসেছে দেবতা
যুগান্তের এনেছে বারতা।
বারে বারে করাঘাত করি
দ্বারে দ্বারে হেঁকেছি প্রহরী
নিদ্রাহীন রাত্রিদিন,
আঘাতে ছিঁড়েছে তন্ত্রী, ভাঙিয়াছে বীণ;
জাগিসনি তোরা,
ফিরে গেছে দেবতা সুন্দর, এসেছে কুৎসিত মৃত্যু জরা।

www.banglarblog.com

এবার দুয়ার ভাঙি শিয়রে দেবতা যদি
আসিয়াছে পারাইয়া গিরি দরী সিন্ধু নদ নদী,
ওরে চির-সুন্দরের পূজারীর দল,
এবার এ লগ্ন যেন না হয় বিফল!
বারে বারে করিয়াছি যারে অপমান,
মন্দির-প্রদীপ যার বারে বারে করেছি নির্বাণ,
বরণ করিতে হবে তারে।
পলে পলে বিলাইয়া মোরা আপনারে
যে আত্মদানের ডালা রেখেছি সাজায়ে
তাই দান দিব রক্ত-দেবতার পায়ে!
এবার পরান খুলে এ দর্প করিতে যেন পারি,
জিতি আর হারি,
ধরিয়াছি তোমার পতাকা—শুনিয়াছি তোমার আদেশ,
আত্মবলি দিয়া দিয়া আপনারে করেছি নিঃশেষ।
দাঁড়ায়েছি আসি তব পাশ
শিরে ধরি অনির্বাণ জ্যোতিষ্কের উলঙ্গ আকাশ!
বাহিরের রাজপথ বাহি
হে সারথি, চলিয়াছি তব রথ চাহি!
আলোক-কিরণ
করিয়াছি পান মোরা পুরিয়া নয়ন!—
সুপ্ত রাতে গুপ্তপথ বাহি,
আসিয়াছে অসুন্দর শত্রুর সিপাহি,
অকস্মাৎ
পিছে হতে করেছে আঘাত।
মসিময় করিয়াছে তব রশ্মিপথ,
নিন্দার প্রস্তর হানি রচেছে পর্বত,
পথে পথে খুঁড়িয়াছে মিথ্যার পরিখা,
চোখে-মুখে লিখিয়াছে ভণ্ডামির নীতিবাণী লিখা,
দলে দলে করিয়াছে রিরংসার উলঙ্গ চিৎকার,
ফুঁ দিয়া নিভাতে গেছে, হে ভাস্কর, প্রদীপ তোমার!

হে সুন্দর, মোরা শুধু তব অনুরাগে
কোনো দিকে দেখি নাই, চলিয়াছি আগে
লঙ্ঘি বাধা, লঙ্ঘিয়া নিষেধ,
মানিনিকো কোরান পুরাণ শাস্ত্র, মানিনিকো বেদ!

www.banglarblog.com

নির্বেদ তোমার ডাকে শুধু চলিয়াছি,
যখন ডেকেছ তুমি, হাঁকিয়াছি : 'আছি, মোরা আছি !'
ভরি তব শুভ্র শুচি ললাট-অঙ্গন
কলঙ্ক-তিলক-পঙ্ক করেছে লেপন,
বারে বারে মুছিয়াছি, প্রিয় ওগো প্রিয়,
তোমার ললাট-পঙ্কে ম্লান হলো আমাদের রক্ত-উত্তরীয় !

জাদুকর মিথ্যুকের সপ্তসিন্ধুনীর
কত দিনে হবো পার, পাব শুভ্র আনন্দের তীর ?
হে বিপ্লব-সেনাধিপ, হে রক্ত-দেবতা,
কহ, কহ কথা !
শ্মশানের শিবা-মাঝে হে শিব সুন্দর
এস এস, দাও তব চরম নির্ভর !
দাও বল, দাও আশা, দাও তব পরম আশ্বাস,
হিংসুকের বদ্ধদ্বার জতুগৃহে আনো অবকাশ !
অপগত হোক এ-সংশয়,
দশদিকে দিগঙ্গনা গেয়ে যাক যৌবনের জয় !

অসুন্দর মিথ্যুকের হোক পরাজয়,
এস এস আনন্দ-সুন্দর, জাগো জ্যোতির্ময় !

১৩ই চৈত্র '৩৩

BanglarBlog